৭। চিন্তার তিনটি মূল সূত্র (The three Laws of Thougt) ঃ

যাঁরা বলেন—যুক্তিবিজ্ঞান হল চিন্তার সূত্রাবলীর আলোচনা তাঁরা মনে করেন যে, শুদ্ধ চিন্তার পক্ষে চিন্তার তিনটি মূল সূত্র অপরিহার্য এবং পর্যাপ্ত।

(১) তাদাত্ম্য নিয়ম (Law of Identity), **(২) বিরোধবাধক নিয়ম** (Law of Contradiction), **(৩) নির্মধ্যম নিয়ম** (Law of excluded Middle)—এই তিনটি নিয়মকে চিরাচরিতভাবে চিন্তার মূল সূত্র হিসেবে স্বীকার করা হয়।

তাদাত্ম্য নিয়ম অনুসারে, যদি একটি বচন সত্য হয়, তা হলে সত্যই থাকবে। বিরোধবাধক নিয়ম অনুসারে কোন বচনই একাধারে সত্য ও মিথ্যা উভয়ই হতে পারে না। নির্মধ্যম নিয়মানুসারে, একটি বচন হয় সত্য না হয় মিথ্যা হবেই। তাদাত্ম্য নিয়ম ঘোষণা করে যে, $p \supset q$ —এই আকারের প্রত্যেকটি বচন সত্য অর্থাৎ এই আকারের প্রত্যেক বচন স্বতঃসত্য (tautology)। বিরোধবাধক নিয়ম ঘোষণা করে যে,— $p \cdot \sim p$ —এই আকারের প্রত্যেকটি বচন মিথ্যা অথাৎ এই আকারের প্রত্যেক বচন স্ববিরোধী। নির্মধ্যম নিয়ম ঘোষণা করে যে, $p \vee \sim p$ —এই আকারের প্রত্যেকটি বচন সত্য অর্থাৎ এই আকারের প্রত্যেক বচন স্বতঃসত্য।

উক্ত তিনটি মূল সূত্রের বিরুদ্ধে কখনও কখনও কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই সকল আপত্তি ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদাত্ম্য নিয়মের বিরুদ্ধে আপত্তি ওঠে যে জাগতিক বিষয়সমূহ পরিবর্তনশীল, কিন্তু তাদাত্ম্য নিয়ম পরিবর্তন-বিরোধী, সুতরাং এই নিয়মকে পরিবর্তনশীল জাগতিক ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। অতীতে যা সত্য ছিল বর্তমানে তা মিথ্যা হতে পারে। গতকল্য বৃষ্টিপাত হয়েছিল, কিন্তু আজ আকাশ মেঘমুক্ত। এই আপত্তির বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, যুক্তিবাক্যে নির্দিষ্ট দেশ ও কালের যদি উল্লেখ থাকে তা হলে তা যুক্তিবিদ্যাসম্মত সত্যতা বা মিথ্যাত্ব লাভ করতে পারে, সেক্ষেত্রে যুক্তিবাক্যের সত্যতা বা মিথ্যাত্বের কোন পরিবর্তন হয় না। উদাহরণস্বরূপ, ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কেবল তেরটি রাজ্য ছিল'—তা একটি যথার্থ পূর্ণ যুক্তিবাক্য ; এই যুক্তিবাক্যটি ১৭৯০ সালে যেমন সত্য ছিল তেমনই বিংশ শতাব্দীতেও সত্য, এটি সদা সত্য। কিন্তু যদি বলি—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কেবল তেরটি রাজ্য আছে'—এই বাক্যটি পুর্বোক্ত যুক্তিবাক্যের একটি অসম্পূর্ণ রূপ ; দেশ ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে এরূপ অসম্পূর্ণ-রূপ বাক্যের সত্যমূল্যের পরিবর্তন ঘটে। যখন আমরা যুক্তিবাক্যের পূর্ণ রূপের মধ্যে নিবদ্ধ থাকি তখন তাদাত্ম্য নিয়ম জাগতিক পরিবর্তনশীলতা সত্ত্বেও ত্রুটিহীন ও সত্য।

হেগেলপন্থী দার্শনিকগণ, সাধারণ শব্দার্থ-বিজ্ঞানীগণ এবং মার্কসবাদীরা বিরোধ-বাধক নিয়মের সমালোচনা করে বলেন—বহু বিরোধ আছে বা পরিস্থিতি আছে যেক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী শক্তি একই সময় ক্রিয়া করে। কিন্তু এই সমালোচনার বিরুদ্ধে বলা যায় যে, যন্ত্র-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল বিরোধী শক্তির পরিস্থিতি থাকলেও এগুলি যৌক্তিক অর্থে পরস্পর বিরুদ্ধ নয়। একটি বড় কারখানার মালিক এবং সেই কারখানার সংগঠিত শ্রমিক ইউনিয়ন—এই দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধিতা থাকতে

পারে, কিন্তু এই বিরোধিতার সম্পর্কের মধ্যে একপক্ষ অপরপক্ষের অভাব বা অস্বীকৃতি কিছুই সূচিত করে না ; যৌক্তিক অর্থে তারা পরস্পর বিরুদ্ধ নয়। সুতরাং যৌক্তিক অর্থে বিরোধবাধক নিয়ম ত্রুটিহীন এবং সম্পূর্ণ সত্য।)

(নির্মধ্যম নিয়মটির বিরুদ্ধে আরও তীব্র আপত্তি উঠেছে। একটি আপত্তি হল—এই নিয়মটি গ্রহণের ফলে এরূপ একটি বাক্য উপস্থাপিত হবে—প্রত্যেক বস্তু হয় সাদা না হয় কালো, এই দুটি ছাড়া আর কোন মধ্যম বিকল্প নেই। কিন্তু এই আপত্তি প্রকৃতপক্ষে বিরুদ্ধ (contradictory) এবং বিপরীত (contrary) বচনের পার্থক্যকে উপেক্ষা করেছে। একথা অবশ্য-স্বীকার্য যে, একই বস্তু সাদা ও কালো—উভয়ই যৌক্তিক অর্থে সত্য না হলেও উভয়ই মিথ্যা হতে পারে, কারণ সাদা ও কালো এই দুটি পরস্পর বিপরীত, এই দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ নয়। 'এটি সাদা'—এর অস্বীকৃতি বা বিরুদ্ধ হবে—'এমন নয় যে এটি সাদা।' এই দুটি বচনের একটি অবশ্যই সত্য হবে (যদি 'সাদা' শব্দটি উভয় বচনে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়)। এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তির মধ্যে নিবদ্ধ থাকলে নির্মধ্যম নিয়মটি সম্পূর্ণ সত্য।)

(পরিশেষে উল্লেখ্য—যদিও উক্ত তিনটি নিয়ম সত্য, তথাপি এগুলি মূল সূত্র কিনা—এই সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।) প্রথম এবং তৃতীয় নিয়ম অর্থাৎ (তাদাত্ম্য নিয়ম এবং নির্মধ্যম নিয়ম স্বতঃসত্যের আকার বটে, কিন্তু মাত্র এই দুটিই স্বতঃসত্য নয় ; এই দুটি ছাড়াও আরও স্বতঃসত্য আছে। তদনুরূপ বিরোধবাধক নিয়ম একমাত্র নিয়ম নয়—যা ঘোষণা করে যে, $p \cdot \sim p$ স্ব-বিরোধী। তবুও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, উক্ত তিনটি নিয়ম সত্য-সারণী গঠনের ব্যাপারে মৌলিক ভূমিকা পালন করে।) সত্য-সারণীর আদি থামগুলি অনুসরণ করে যখন পরবর্তী থামগুলি পূরণ করি, তখন আমরা তাদাত্ম্য নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হই। আদি থামগুলি পূরণ করবার সময় প্রত্যেক সারিতে আমরা নির্মধ্যম নিয়মানুসারে হয় T না হয় F রাখি, কিন্তু বিরোধবাধক নিয়ম দ্বারা চালিত হয় বলে কোথাও T ও F—উভয়কে একসঙ্গে রাখি না। (সুতরাং চিন্তার এই তিনটি সূত্র মূলনীতি হিসেবে সত্য-সারণীর গঠন কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করে।))